দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 JAN 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

বাবুল আখতার স্মারক বক্তৃতা

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নিয়ে গবেষণা জরুরী ॥ ঢাবি ভিসি

স্টাফ রিপোর্টার, মুন্সীগঞ্জ ॥ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক বাবুল আখতার স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে বিশেষ পরিবেশ তৈরি হয় সোমবার। তার ১০ম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সভা কক্ষে স্মারক বক্তব্য প্রদান করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক আশরাফুল আলম। তিনি বলেন, বাবুল আখতার ছিলেন নিজের পায়ে দাঁড়ানো একজন অসাধারণ মানুষ। ছিলেন বহুমুখী গুণাবলীর অধিকারী। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সংবাদ পাঠে তার ছিল সাবলীল ও প্রবাহমান গতি এবং দায়িত্বে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান।

(২ পৃষ্ঠা ৮ কঃ দেখুন)

স্বাধীন বাংলা

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

আশরাফুল আলম তার ভাষণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেন এবং এর সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

এতে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বাবুল আখতারের মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম চালিকাশক্তি। তার অবদান অবিস্মরণীয়। জাতি উন্মুখ হয়ে থাকত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে। পৃথিবীতে এটি বিরল ঘটনা। তাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে গবেষণা এবং এর সঙ্গে জড়িতদের স্মৃতি সংরক্ষণ জরুরী।

ঢাবির কোষাধ্যক্ষ ও বাবুল আখতার ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির ভাষণ দেন ঢাবির প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরিন আহমাদ, ঢাবির প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. শহীদ আকতার হোসাইন, ঢাবির মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক এবং ঢাবির ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান। সভায় জানানো হয় ঢাবির মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগে এবছর থেকেই বাবুল আখতার স্বর্ণ পদক প্রর্বতন হবে।

১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুন্সীগঞ্জ তথা বিক্রমপুরের কৃতী সন্তান এবিএম মঞ্জুর কাদের ওরফে বাবুল আখতার ২০০৬ সালে ইন্তেকাল করেন।